বিষয়বস্তুঃ যুল হিজ্জাহ মাসের ফযীলত ও আমল।

যুল ক'দাহ মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৬ যুল ক'দাহ ১৪৪৪ হিজরী, ১৬ জুন ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৯৯

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَالْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۞ وَقَالَ تَعَالٰي: وَاذْكُرُوا اللهَ

فِيْٓ اَيَّامٍ مَعْدُوْدَاتٍ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمِ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ যুল ক'দাহ মাসের ২৬ তারিখ, চতুর্থ জুমুআ। আর কয়েক দিন পরে আসছে যুল হিজ্জার মুবারক মাস। যে মাসের প্রথম ১০ দিন অত্যন্ত ফযীলত পূর্ণ। তাই আজ আমরা যুল হিজ্জাহ মাসের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের উপর বিভিন্ন রকম ইবাদত ফরয করেছেন। অতএব, আমাদের একান্ত কর্তব্য যে, আমরা আল্লাহ তায়ালার

ইবাদত উপাসনা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করব। আমাদের প্রতি আল্লাহর বড় ইহসান যে, তিনি বছরের দিনগুলির মধ্যে কিছু দিন এমন রেখেছেন, যেসব দিনে তিনি বান্দার ইবাদতের সাওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। তার মধ্যে যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম ১০ দিন বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ।

যুল হিজ্জাহ মাস সম্পর্কে আমরা ৩ টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। (১) যুল হিজ্জাহ মাসের ফযীলত।(২) যুল হিজ্জার বৈশিষ্ট্য। (৩) যুল হিজ্জাহ মাসের আমল।

(১) যুল হিজ্জার ফযীলতঃ

সূরা ফজরে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَالْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ "ফজ্‌রের ওয়াক্তের কসম এবং দশটি রাতের কসম।" এ সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ফজরের সময়ের কসম খেয়েছেন এবং দ্বিতীয় আয়াতে দশ রাত্রির কসম খেয়েছেন। মুফাস্‌সির সম্রাট ইবনে আব্বাস (রযি) বলেছেনঃ এ আয়াতে দশটি রাত বলতে যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিন বোঝানো হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালার কোন জিনিসের কসম খাওয়া সেই জিনিসের মহত্বের পরিচয়। আর সূরা বাকারার ২০৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ وَاذْكُرُوا اللهَ فِيْ اَيَّامٍ مَعْدُوْدَاتٍ "নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিন আল্লাহকে স্মরণ কর।" তাফসীরে কুরতুবীতে লেখা আছে, এ আয়াতে নির্দিষ্ট দিন বলতে যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিন বোঝানো হয়েছে। এ

দু’টি আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এ দিন গুলিতে আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদেরকে বেশি বেশি যিকির করতে আদেশ দিয়েছেন।

যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশকের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসঃ

সহীহ বুখারীর ৯৬৯ নম্বর হাদীসে হযরত ইবনে উমার (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ

“যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অন্য কোন দিনের আমল উত্তম নয়।”

মুসনাদে আবী ইয়া’লার ২০৯০ নম্বর হাদীসে হযরত জাবির (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যুল হিজ্জাহ মাসের দশ দিনের চেয়ে আল্লাহর নিকট অন্য কোন দিন উত্তম নয়। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! এই দশ দিন উত্তম? না এই দশ দিনের পরিমান আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করা বেশি উত্তম? নবীজি বলেছিলেনঃ যুল হিজ্জার দশ দিন বেশি উত্তম। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করার ফলে নিজের চেহারাকে ধুলায় আবৃত করে ফেলেছে, (তার ফযীলত বেশি)।

নবীজি আরও বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট আরাফার দিন অর্থাৎ যুল হিজ্জার নয় তারিখের চেয়ে উত্তম কোন দিন নেই। আরাফার দিন আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং দুনিয়া বাসিদের কারনে আসমান ওয়ালাদের উপর গর্ব করে বলেনঃ আমার

বান্দারা এলোমেলো চুল অবস্থায় ধুলায় আবৃত হয়ে দূর দুরান্ত থেকে এসেছে। অথচ তারা জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেনি। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আরাফার দিন এত বেশি পরিমান মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়, যা অন্য কোন দিন আমি দেখেনি।

আরাফার দিন শয়তান খুবই হেয় ও তুচ্ছ হয়ঃ

আরাফার দিন আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের প্রতি এত রহমত নাযিল করেন এবং তাদের গোনাহ মাফ করে দেন যে, শয়তান ওই দিন এমন ভাবে বিতাড়িত ও হেয়-তুচ্ছ হয় এবং মনে মনে এত রাগ-গুচ্ছা ও জ্বালা অনুভব করে যে, অন্য কোন সময় এমন দেখা যায় না। তবে বদরের ময়দানে কাফিরদের পরাজয় ও সাহাবাদের ঐতিহাসিক জয় লাভের কারণে শয়তান নিজেকে খুবই হেয়-তুচ্ছ, ও অপমান বোধ করেছিল। ইমাম বায়হাকি (রহ) 'ফাযায়িলে আওকাত' কিতাবের ১৫২ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ কথা বর্ণিত আছে।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার দিন নিজ উম্মতের মাগফিরাত ও রহমতের জন্য আল্লাহর কাছে অনেক দুআ করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে জানিয়ে দেন যে, আমি উম্মতের গোনাহ মাফ করে দিয়েছি। নবীজি তখন মৃদু হেসে ফেলেন। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করেন ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি এমন সময় কখনও হাসেন না! তখন নবীজি

বলেছিলেনঃ আল্লাহর দুশমন ইবলিসের কারণে আমার হাসি এসেছে; সে যখন জানতে পেরেছে যে, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতকে ক্ষমা করেছেন, তখন সে আর্তনাদ করে নিজের জন্য ধ্বংস ও মৃত্যু কামনা করছে এবং নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করছে। মুসনাদে আহমাদের ১৬২০৭ নম্বরে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। যুল হিজ্জাহ মাসের উলামাগণ বলেছেনঃ রমাযান মাসের পর যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিন সবচেয়ে বেশি ফযীলত রাখে।

(২) যুল হিজ্জাহ মাসের দু'টি বৈশিষ্টঃ

দ্বীন ইসলামের পরিচয় বহনকারী দু'টি ইবাদত এমন রয়েছে যা যুল হিজ্জাহ ছাড়া অন্য কোন মাসে হয় না।তা হল (১) হজ্জ (২) কুরবানী। অন্যান্য ইবাদত যেমন, নামায দিনে পাঁচবার ফরয। তবে নফল নামায যে কোন সময় পড়া যেতে পারে। রমাযান মাসে রোযা ফরয, তবে নফল রোযা অন্যান্য মাসে রাখা যায়।মালদারের উপর বছরে একবার যাকাত ফরয।কিন্তু নফল দান সারা বছর করা যায়। কিন্তু হজ্জ ও কুরবানী দু'টি এমন ইবাদত, যা যুল হিজ্জাহ মাস ছাড়া অন্য মাসে হয় না। তাই যুল হিজ্জাহ মাস অন্যান্য মাস থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রাখে।

(৩) যুল হিজ্জাহ মাসের আমলঃ

সুনানে ইবনে মাজার ৩১৫০ নম্বরে হাদীসে হযরত উম্মে সালামাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَقْرَبَنَّ لَهُ شَعَرًا، وَلَا ظُفْرًا

"যে ব্যক্তি যুল হিজ্জাহ মাসের চাঁদ দেখবে, আর সে কুরবানী করতে চায়, সে যেন লোম ও নখ না কাটে।"

এ হাদীসের কারণে ফুকাহারা বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কুরবানী করতে চায়, তার জন্য যুল হিজ্জাহ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে কুরবানীর পশু জবাই করা করা পর্যন্ত নখ ও গায়ের কোন লোম না কাটা মুস্তাহাব।

শ্রোতা মন্ডলী ! লোম ও নখ না কাটার আদেশ দেওয়ার কারণ হল, হাজীদের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য অবলম্বন করা। অর্থাৎ, হজ্জের উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা আরাফার ময়দানে হাযির হন। তাদের জন্য অনেক কিছু নিষিদ্ধ আছে। যেমন সেলাই করা কাপড় পরা, মাথা ঢেকে রাখা, লোম ও নখ কাটা ইত্যাদি। আরাফার দিন হাজীদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত রহমত নাযিল হয়। যারা হজ্জে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন নি, যাতে তারা একেবারে বঞ্চিত না হন, তাই তাদেরকে হাজীদের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য নখ ও চুল না কাটার আদেশ করা হয়েছে। যাতে হাজীদের উপর যে অশেষ রহমত নাযিল হয়, হাজীদের সাথে সামঞ্জস্য অবলম্বন কারীদের উপরেও তাদের মত কিছু রহমত নাযিল হয়।

আরাফার দিন রোযা রাখার ফযীলতঃ

সহীহ মুসলিমের ১১৬২ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ কতাদাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

"আমি আল্লাহর কাছে আশারাখি যে, ইয়াওমে আরাফা'র রোযার বিনিময়ে পূর্বের এক বছর এবং আগামী এক বছরের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।" এখানে একটি কথা জেনে রাখা দরকার যে, যেসব আমলের কারণে গোনাহ মাফ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যেমন উযূ করলে গোনাহ মাফ হয়, নামায পড়ার জন্য মসজিদে গেলে পায়ের প্রতিটি কদমের পরিবর্তে একটি গোনাহ মাফ হয়। আর সম্মানের একটি স্তর বৃদ্ধি হয়। রমাযান মাসে রোযা রাখলে পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যায়। মনে রাখবেন, এসব হাদীসে যেসব গোনাহ মাফ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা হল সগীরা গোনাহ। পক্ষান্তরে কবীরা গোনাহ যেমন, নামায না পড়া বা কাযা করে দেওয়া, রোযা না রাখা, গীবত করা ও সুদ খাওয়া ইত্যাদি।এসব গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা করতে হবে। আর খাঁটি তওবা অর্থ হল, বিগত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। সেই গোনাহ ছেড়ে দেওয়া, আর আগামীতে সেই গোনাহ না করার প্রতিজ্ঞা করা।

উম্মুল মু'মনীন হযরত আইশা (রযি) পাবন্দি সহকারে ইয়াওমে আরাফা'র রোযা রাখতেন। একবার বিশিষ্ট তাবিয়ী মাসরূক (রহ) হযরত আইশা রযিয়াল্লাহু আনহার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর খাদিমাকে আদেশ দেন যে, মাসরূককে মধুর শরবত পান করাও। অতঃপর তিনি মাসরূককে বলেছিলেন, তুমি আজ রোযা রাখলে না কেন? মাসরূক (রহ) উত্তর দিয়ে বলেছিলেনঃ আমি ভেবে ছিলাম, আজ হয়ত কুরবানীর দিন হতে পারে। হযরত আইশা (রযি) তখন বলেছিলেনঃ তোমার এমন মনে করা ভুল হয়েছে। যিনি ইমাম হন, তিনি আরাফার দিনকে চেনেন। আর কুরবানীর দিন ইমাম কুরবানী করেন। মাসরূক ! তুমি কি এ কথা জানানো না যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার দিনের রোযাকে এক হাজার দিনের রোযা রাখার সমতুল্য সাব্যস্ত করতেন? শুআবুল ঈমানের ৩৪৮৭ নম্বরে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

মনে রাখবেন, যারা হজ্জ করতে গেছেন, তাদের জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা উচিত নয়। তারা রোযা না রেখে আরাফার ময়দানে বেশি বশি তওবা-ইস্তেগফার ও দুআ করবে। সুনানে ইবনে মাজার ১৭৩২ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ

"রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার ময়দানে ইয়াওমে আরাফার রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।"

সহীহ বুখারীর ৫২৮২ নম্বর হাদীসে হযরত উম্মুল ফযল (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ আরাফার দিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযায় আছেন কি না, এ ব্যাপারে সাহাবাদের সন্দেহ হয়েছিল, আমি (বিষয়টি জানার জন্য) নবীজির কাছে একটি পাত্রে দুধ পাঠিয়েছিলাম। তিনি সেই দুধ পান করেছিলেন। এ হাদীসগুলির কারণে কোন কোন মুহাদ্দিস বলেছেনঃ ইয়াওমে আরাফার রোযার যে ফযীলত বর্ণিত আছে, তা কেবল ওই সব লোকদের জন্য যারা আরাফার ময়দানে উপস্থিত নেই।

প্রিয় সুধীবৃন্দ ! ইয়াওমে আরাফাহ ছাড়া যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশকের অন্যান্য দিনের রোযারও ফযীলত রয়েছে। বিশিষ্ট তাবিয়ী হযরত হাসান বসরী (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশকের প্রত্যেক দিনের রোযা, দুই মাস রোযা রাখার সমতুল্য। ইমাম তবরানী (রহ) ফযলু আশরী যিল হিজ্জাহ কিতাবের ২৫ নম্বরে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

নফল রোযা ছাড়াও যুল হজ্জের প্রথম দশকে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, দান সাদাকাহ ও নামায ইত্যাদি সবরকম ইবাদতের সাওয়াব অনেক বেশি।

শুআবুল ঈমান কিতাবের ৩৭৫১ নম্বর হাদীসে হযরত ইবনে উমার (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুল হিজ্জার প্রথম দশ দিন বেশি বেশি আল্লাহ তায়ালার হাম্‌দ, তাকবীর এবং কালিমা অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে বলেছেন।

আরাফার দিন যে দুআটি বেশি বেশি পড়া দরকার।

ইবনে আসাকির (রহ) ‘ফযলু ইয়াওমি আরাফাহ’ কিতাবের ১৫৯ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে উমার (রযি) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আরাফার দিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য নবীগণ বেশি করে

لا إله ألا الله وحده لا شريك له له الملكُ وله الحمد وهو على كل شيء قدير

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে যুল হিজ্জাহ মাসের ফযীলত ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করে, কোন রকম বিলাসিতা না করে যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশকে বেশি বেশি ইবাদত করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবা

নির্দেশনা

বয়ানের এ pdf কপিটি আপনাকে আমানত স্বরূপ দেওয়া হল। আশারাখি, আপনি এটি শেয়ার করে আমানতে খিয়ানত করবেন না। আপনি অন্যান্য ইমাম ও খতীবগণকে আমাদের www.jamianumania.com ওয়েব সাইটে সংযুক্ত হতে সহযোগিতা করুন। - কর্তৃপক্ষ